International Parkinson and Movement Disorder Society

ডিসটোনিয়া ঃ রোগীদের জন¨অত াবশ কীয় তথ াবলি

এটঠ ডক?

ডিসটোনিয়ায় আক্রান্ত রোগীরা সাধারনত মাংসপেশীর অনিচ্ছাকৃত অৰাভাবিক সংকোচন বা খিচুঁনি অনুভব করেন। যার ফলে ঝাঁকুনি বা মোচড় খাওয়া সহ দেহের অৰাভাবিক অৰস্থা তৈরী হতে পারে। ডিসটোনিয়া দেহের প্রায় সব অংশকেই আক্রান্ত করতে পারে। তবে সাধারনত দেহের যে কোন একটি অংশ আক্রান্ত হতে দেখা যায়। এখানে কিছু সাধারন ডিসটোনিয়ার বর্ণনা দেয়া হল

- ঘাড়ের মাংসপেশীর অৰাভাবিক সংকোচনের ফলে ঘার বাঁকা হওয়া কাত হওয়া, বা মোচড়ে যাওয়া এবং মাঝে মাঝে একই সাথে কাঁপুনি বা ঝাকুনি হতে পারে। এ অব হাকে স ারভাইক াল ডিসটোনিয়া বা টরটিকলিস বলে।
- মুখের মাংসপেশীর অৰাভাবিক সংকোচনের কারনে ঘন ঘন চোখ পিটপিট করাকে বলা হয় ব্লেফারো পাজম । একই সাথে মুখের নিন্মাংশের মাংসপেশী আক্রান্ত হতে পারে, একে বলা হয় মিগ সিন্ড্রম (*Meige syndrome)* যখন চোয়াল এবং জিহ্বা আক্রান্ত হয় তখন তাকে বলা হয় ওরোম াণ্ডিবুলার ডিসটোনিয়া।
- পাসমোডিক ডিসফেটানিয়া *(Spasmodic dysphonia) রোগীরা কষ্টকর বা হাঁপানো শব্দ অনুভব করে।*
- সাধারনভাবে অন ান¨আক্রান্ত অংশ হচ্ছে হাত ও পা। যখন হাত আক্রান্ত হয় তখন কিছু নির্দিষ্ট কাজ যেমন লেখালেখি অথবা বাদ যন্ত্র বাজানোর সময় সৃষ্টি হয়, এ লোকে টাস্ক স্পেসিফিক ডিসটোনিয়া বলা হয়।
- কিছু ক্ষেত্রে দেহের কয়েকটি অংশ আক্রান্ত হতে দেখা যায়। কিছু বিরল ক্ষেত্রে, যখন ডিসটোনিয়া শিশুকালে শুরু হয় তখন দেহের একাধিক অংশ একই সাথে আক্রান্ত হয় যা জেনারালাইজড ডিসটোনিয় *(Generalized dystonia)* নামে পরিচিত।

কঠওণ ডক?

বিভিন্ন কারনে ডিসটোনিয়া হতে পারে। কিছু মানুষ ডিসটোনিয়ায় আক্রান্ত হয় কারন তারা বংশগত কারনে একটি জিন পেয়ে থাকে। অন ান রা ডিসটোনিয়ায় আক্রান্ত হয় মি ঙ্কে আঘাতজনিত অথবা জীবানু সংক্রমন বা ঔষধ কিংবা রাসায়নিক দ্রবে র সংস্পর্শ জনিত কারনে। কিছু মানুষ একই কাজ বহুবছর ধরে পুনঃ পুনঃ করার কারনে যেমন লেখালেখি (রাইটার্স ক্রাম্প) অথবা বাদ যন্ত্র বাজানো (মিউজিশিয়ান ডিসটোনিয়া) ইত াদির কারনেও ডিসটোনিয়ায় আক্রান্ত হয়। সর্বোপরি অধিকাংশ ডিসটোনিয়ার কোন পরিষ্কার কারণ নেই।

ডডগটেঠডইছঠ ডকঋঠউে ডইর্ণছ কওঠ ঐঠছ?

একজন চিকিৎসক বিশেষ করে যিনি মুভমেন্ট ডিসঅর্ডার বিষয়ে অভিজ্ঞ তিনি পরীক্ষার মাধ মে ডিসটোনিয়া রোগ নির্ণয় করেন। কিছু লোকের ক্ষেত্রে রক্ত পরীক্ষা বা মস্তিষ্কের স্ক ান করা লাগতে পারে। চিকিৎসকরা যে সকল তথ¨ব বহার করেন তা হল ঃ

- কোন বয়সে ডিসটোনিয়া আরম্ভ হয়েছে
- দেহের কোন অংশ আক্রান্ত হয়েছে
- ডিসটোনিয়া কি হঠাৎ করে আরম্ভ হয়েছে অথবা খারাপ হতে শুরু করেছে।
- সাথে অন ান¨সংশ্লিষ্ট ক্লিনিক াল সমস া আছে কি না

যাহোক, অনেকক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কারন খুঁজে বের করা আপনার চিকিৎসকের জন¨সম্ভব নাও হতে পারে এবং প্রাথমিকভাবে অনেক রোগী অনির্ণিত বা ভুল নির্ণিত হতে পারে। এছাড়াও রোগীর সামান¨সমস া থাকলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন¨ হন না যার ফলে রোগ অনির্ণিত থেকে যায়।

ডচডকজগঠ অঠছে ডক?

ডিসটোনিয়ার চিকিৎসা হতে পারে। যদি আপনার চিকিৎসক কোন কারণ খুঁজে বের করতে পারেন তবে তিনি সেটার জন¨সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা সুপারিশ করতে পারেন। । অন থা কিছু ঔষধ আছে যে লো সেবনের মাধ মে কিছুটা উপশম পেতে পারেন। প্রচলিতভাবে ব বহৃত ঔষধ লো হলো -

- এন্টিকোলিনারজিক্স (Anti-cholinergics)
- বেনজোডায়াজিপিন্স (Benzodiazepines)
- বেক্লোফেন (Baclofen)
- মাসল্ রিলাক্জেন্ট (Muscle relaxants)

প্রায়ই ঔষধ দেয়া হয় পরীক্ষামুলক এবং ত্রুটি ভিত্তিতে - (Trial-and-error basis) বং সম্ভাব¨পার্শপ্রতক্রিয়ার সাথে ভারসাম¨রক্ষা করে। কিছু ডিসটোনিয়া রোগীর ক্ষেত্রে বটুলিনাম টক্সিন ইনজেকশন উপকার করে। এই ইনজেকশন অবশ ই একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের মাধ মে নিতে হবে। বটুলিনাম টক্সিন ইনজেকশন সাময়িকভাবে মাংসপেশীকে দূর্বল করে যার ফলে মাংসপেশীর অৰাভাবিক খিচুনি/সংকোচন থেকে উপশম হয় এবং সাধারনত এই ইনজেকশন বছরে তিন থেকে চার বার নিতে হয়। যখন ঔষধ এবং টক্সিন ইনজেকশন যথেষ্ট উপশম দেয় না তখন অে াপাচার বিকল্প চিকিৎসা হতে পারে। চিকিৎসা পদ্ধতি বাছাই করার ক্ষেত্রে আপনি আপনার চিকিৎসকের সাথে অলোচনা করবেন।

অঠডএ ডক অঠকঠ কওতে ঈঠডও ঐঘেতত অঠডএ ডডগটেঠডইছ ডইছে উগউঠগ কওডছ?

অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রে ডিসটোনিয়া হতে কয়েক মাস, কখনও কয়েক বছর সময় নেয়। ইহা সাধারনত ক্রমাগত খারাপ হতে থাকে না। কিছু মানুষের ক্ষেত্রে ডিসটোনিয়া শরীরের এক অংশ হতে অন¨অংশে ছড়াঁর লাভ করে নতুবা নতুন সমস ার উদ্রেক করে।

International Parkinson and Movement Disorder Society
555 East Well Street, Suite 1100 • Milwaukee, WI 53202 • +1 414-276-2145 • www.movementdisorders.org

Copyright © 2016 International Parkinson and Movement Disorder Society (MDS). All rights reserved.

MDS-0117-411